এসএসএস বুলেটিন

একটি ত্রৈমাসিক

বর্ষ • ১৫ সংখ্যা • ০১ জানুয়ারি-মার্চ • ২০১৯

মহাকালের মহাপ্রয়াণে এসএসএস-এর দুই কর্মাধ্যক্ষ মুজিবুর-হুমায়ুন

সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন কর্মী মোখলেছুর রহমান আর নেই...

এসএসএস-এর নির্মাণ শাখার অন্যতম কর্মী মোখলেছুর রহমান আর নেই। ২১ জানুয়ারি ২০১৯ ভোর রাতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে টাঙ্গাইল শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। তাঁর মৃত্যুতে এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীগণ গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন।

মোখলেছুর রহমান এসএসএস-এর প্রতিষ্ঠাকালীন জনাকয়েক কর্মীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর কর্মী পরিচিতি নম্বর ছিল ৪। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এসএসএস-এর সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুব সদালাপী ও বিনয়ী ছিলেন।

মোখলেছুর রহমানের পিতা মৃত মফিজ উদ্দিন, বাড়ি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার রসুলপুর গ্রামে। তাঁর বড় ভাই মো. আবু তাহের এসএসএস-এর ঋণ বিভাগে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

সম্পাদক
আব্দুল হামিদ ভূইয়া

প্রকাশনায়
এসএসএস
এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২১-৬৩১৯৫, ৬৩৬২২
ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd
Website: www.sss-bangladesh.org

কপিরাইট © এসএসএস
প্রিন্টেক প্রেস, নীলক্ষেত, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

স ম্পা দ কী য়

প্রয়াতদেরকে কর্মের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে হবে...

প্রবচন আছে 'মৃত্যু সকল ঋণ পরিশোধ করে'। 'মৃত্যু' নামের বাহনে চড়ে অনন্তের পথে যাত্রার কিছুদিন পর হয়তো বিস্মৃত হয়ে যায় মৃতদের সবকিছু। মৃতদের বেঁচে থাকাকালীন চারপাশের সবকিছু ধীরে ধীরে বিয়োগ হতে থাকে। চোখের কোণে জমে থাকা আপনজনদের কান্নাশ্রুও কিছু সময়ের ব্যবধানে হয়তো শেষ হয়ে যায়; প্রিয়জনদের হৃদয়ের গভীরে বেদনায় বেজে চলা ভায়োলিনের সুর মুর্ছনাও হয়তো একসময় ম্রিয়মান হয়ে ওঠে। এভাবে একসময় হয়তো জীবনের সকল লেন-দেন চুকিয়ে দিয়ে মহাকালের গহবরে হারিয়ে যায়। তাই বলে কী 'সবশেষ' হয়ে যায়? সবশেষ হতে দেয়া উচিত কী? বিশেষ করে সেই মৃত্যু যদি হয় এসএসএস-এর কয়েকজন প্রদীপ্ত কর্মপুরুষের?

না! তাঁদের বিদায়ে দায় শেষ হয় না। বরং আমাদের কর্তব্যের দায় আরও বেড়ে যায়। দায় বেড়ে যায় ততদূর, যতদূর ছড়িয়ে গেছে তাঁদের কর্ম ও আদর্শ। দায় বেড়ে যায় ততদূর, যতদূর তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার আলো তাঁরা ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তাই, তাঁদের রেখে যাওয়া কর্মাদর্শ আমাদেরকে ঋণী করে তুলে বারবার। তাঁরা হয়তো সকল ঋণ পরিশোধ করে ঘুমিয়ে গেছেন মহাকাল অব্দি, কিন্তু ঋণী করে গেছেন আমাদের।

তাঁদের প্রস্থানে, আমাদের অচেতনে থাকতে নেই। তাঁদের কর্ম, তাঁদের আদর্শ আমাদের কাজের মাঝে স্মৃতিময় করে রাখতে হবে। নির্ভেজাল বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন করে, পুষ্টি দিয়ে, আর্থিক-সেবা, পরিসেবা দিয়ে হত-দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। তাঁদের দেখানো চিন্তা-চেতনাকে সমন্বিত রাখতে হবে। সুদৃঢ় আর্থিক অবস্থা তৈরি করে সমাজের পিছিয়েপড়া মানুষকে সাবলম্বীর মহাসড়কে পৌঁছে দেয়ার মহান দায় নিতে হবে আমাদের।

তাঁরা কারা? তাঁরা হলো এসএসএস-এর সব্যসাচী কর্মবীর সন্তানরা। তাঁরা আকুর-টাকুর পাড়ার মুজিবুর, আশেকপুরের হুমায়ুন, রছুলপুরের মোখলেছ, গুয়ারিয়া নাল্লাপাড়ার রাজ্জাকসহ এসএসএস-এর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রয়াত কর্মযোদ্ধা। তাঁরা আজ আর আমাদের মাঝে সশরীরে নেই। কিন্তু অশরীরে বিমূর্ত রূপে তাঁরা আছে আমাদের কর্মপ্রেরণায়, তাঁরা আছে আমাদের চিন্তা ও চেতনায়। তাঁদের রেখে যাওয়া কর্ম ও আদর্শে বলীয়ান হয়ে আমরাও এসএসএস-এর চারপাশ আলোকিত করতে চাই।

মহাকালের মহাপ্রয়াণে এসএসএস-এর দুই কর্মাধ্যক্ষ মুজিবুর-হুমায়ুন

এসএসএস-এর শতশত কর্মীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চিরতরে চলে গেলেন প্রতিষ্ঠাকালীন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মুজিবুর রহমান ও হুমায়ুন কবির। ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ দুপুরে কুমিল্লা জেলার কোরপাই নামক স্থানে (ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে) এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এসএসএস-এর পরিচালক মুজিবুর রহমান ও সহকারী পরিচালক হুমায়ুন কবির মৃত্যু বরণ করেন। এছাড়া সংস্থার হিসাব বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার আল-আমিন ও ড্রাইভার দেলোয়ার হোসেন গুরুতর আহত হন। অতিদ্রুত সময়ে আল-আমিনকে ঢাকার সাইন্স অ্যান্ড নিউরোলজি হাসপাতালে এবং দেলোয়ার হোসেনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মুজিবুর রহমান...

[৬ জানুয়ারি ১৯৬৬-১৯ জানুয়ারি ২০১৯]

পহেলা জুন ১৯৯০ সালে এলাকা সংগঠক হিসেবে মো. মুজিবুর রহমান এসএসএস-এ কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর কর্মী পরিচিতি নম্বর ছিল ১৫। মৃত্যুর সময় তিনি সংস্থার পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। মুজিবুর রহমান ছিলেন এসএসএস-এর প্রতিষ্ঠাকালীন কর্মী।

তিনি টাঙ্গাইল শহরের পশ্চিম আকুর টাকুর পাড়ায় ৬ জানুয়ারি ১৯৬৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আশেক আলী। তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

মুজিবুর রহমান সারাবছর মাঠ চষে বেড়াতেন। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কাজ আর কাজ। সংস্থাকে তিনি সবসময় নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করতেন।

শিক্ষা জীবনে মো. মুজিবুর রহমান স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

সংস্থার দাপ্তরিক কাজে টাঙ্গাইল থেকে সকালে সংস্থার নিজস্ব গাড়িতে চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করেন সংস্থার এই তিনজন কর্মকর্তা। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বেলা সাড়ে বারোটার দিকে রাস্তার ডিভাইডারের সাথে ধাক্কা লেগে গাড়িটি উল্টে যায় এবং ড্রাইভার ছাড়া সবাই রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই হুমায়ুন কবির মৃত্যুবরণ করেন। আর মুজিবুর রহমান কুমিল্লা সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে মুজিবুর রহমানের বয়স হয়েছিল ৫৩ এবং হুমায়ুন কবিরের ৫৪ বছর।

রাত ৩টায় টাঙ্গাইলে স্বজনদের কাছে মরদেহ

কুমিল্লা হতে পরিচালক মুজিবুর রহমান ও সহকারী পরিচালক হুমায়ুন কবিবের মরদেহ টাঙ্গাইলে পৌঁছতে বেশ বিলম্ব হয়। কুমিল্লার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে মরদেহ আনার প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে টাঙ্গাইলে পৌঁছতে রাত ৩টা বেজে যায়। হুমায়ুন কবিরের মরদেহ টাঙ্গাইল শহরের আশেকপুর এবং মুজিবুর রহমানের মরদেহ পশ্চিম আকুরটাকুর পাড়ার বাসভবনে পৌঁছলে পরিবারের সদস্য ও এলাকার মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

জানাযা ও দাফন

প্রয়াত মুজিবুর রহমানের নামাজে জানাযা ২০ জানুয়ারি ২০১৯ রবিবার সকাল ৮টায় পশ্চিম আকুর টাকুর পাড়াস্থ হাউজিং মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। একই দিনে আশেকপুর যোবায়দা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে হুমায়ুন কবিরের নামাজে জানাযা সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হয়।

শীতের ঘনকুয়াশা ভেদ করে হাজারো মানুষ জানাযায় অংশগ্রহণ করে। দুজনের জানাযাতেই তাঁদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং বিপুল সংখ্যক এলাকাবাসী অংশগ্রহণ করেন।

দুই বন্ধু সমাহিত হলেন পাশাপাশি

হুমায়ুন-মুজিবুর দুজনই ছিলেন শৈশবের বন্ধু। দুজনে একই সময়ে (০১ জুন ১৯৯০) এসএসএস-এ যোগদান করেছিলেন, আবার একই দিনে একই স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। দুজনে একই স্কুলে পড়া-লেখা করেছিলেন।

দুই বন্ধুর এত প্রীতি আর ঐক্যকে সম্মান জানিয়ে এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় টাঙ্গাইল শহরের বেবিস্ট্যান্ডের কাছে কেন্দ্রীয় গোরস্থানে দুজনকে পাশাপাশি সমাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখানেই দু সহকর্মী ও বন্ধুকে সমাহিত করা হয়। কবর জগতে তাঁরা মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত পাশাপাশি অবস্থান করবেন।

শোক সভায় মুজিবুর রহমানের স্ত্রী...

শোক সভায় মুজিবুর রহমানের স্ত্রী ডা. ফিরোজা বেগম বলেন, আমি চাই এসএসএস-এ আরও কয়েকটা মুজিবুর তৈরি হোক।

শোক সভায় হুমায়ুন কবিরের ছেলে...

হুমায়ুন কবিরের একমাত্র ছেলে জয় আবেগতাড়িত হয়ে বলেন, এটা কি কখনো ভেবেছিলাম যে আমার বাবার অফিসে এসে আমার বাবার শোক সভায় আমাকেই বক্তব্য দিতে হবে!

মুজিবুর রহমানের আদরের দুকন্যা আর কখনও বাবার সাথে এভাবে ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি হবে না

প্রয়াতদের স্মরণে এসএসএস-এর নানা কর্মসূচি

১৯ জানুয়ারি ২০১৯ সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন কর্মকর্তা এবং ২০ জানুয়ারি ২০১৯ সংস্থার অপর একজন কর্মীর (নির্মাণ শাখার কর্মী মো. মোখলেছুর রহমান) মৃত্যুতে সংস্থা নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রধান কার্যালয়ে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, কবরস্থানে কুরআন তেলাওয়াত, শোক স্বাক্ষর, দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সকল শাখা কার্যালয়ে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

কর্মকর্তাদ্বয়ের মৃত্যুতে এসএসএস-এর সকল শাখা কার্যালয়ে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এসএসএস-এর শাখা কার্যালয়ের কর্মী ছাড়াও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং এসএসএস-এর দলীয় সদস্যগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

জয়-এর আর কখনও বাবার সাথে জন্ম দিনের কেক কাটা হবে না

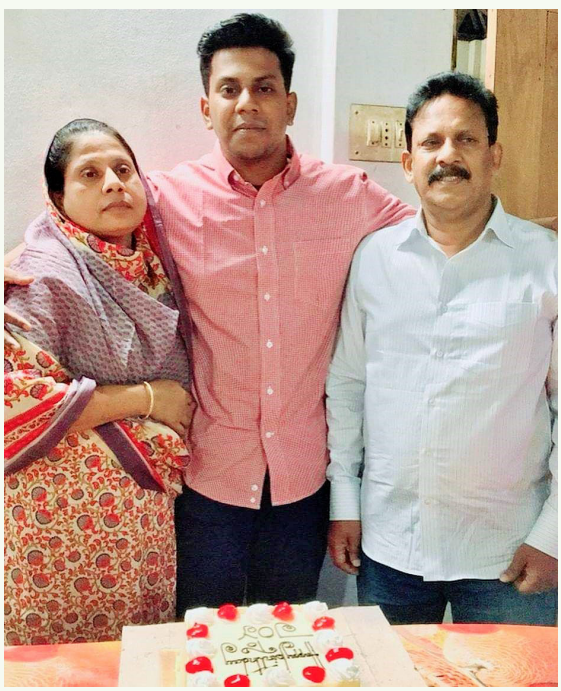

এছাড়া এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়সহ সংস্থার সকল কার্যালয় ২১ জানুয়ারি ২০১৯ খোলা থাকলেও স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে। শাখা ও সমিতি-পর্যায়ে সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন বন্ধ রাখা হয়।

প্রধান কার্যালয়ে শেষ দর্শন

প্রতিদিনের মত তাঁরা দুজনেই এলেন তাঁদের প্রিয় কর্মস্থল এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়ে। তবে অন্যান্য কর্মদিবসের চেয়ে কিছু সময় পরে, ভিন্ন আবহে। ২০ জানুয়ারি ২০১৯ সকাল সাড়ে নয়টার দিকে তাঁরা এলেন। কফিনের বাক্সে সফেদ পোশাক পরিধানে শব হয়ে সহকর্মীদের কাঁধে ভর করে তাঁরা নামলেন অভ্যর্থনা কক্ষের মেঝেতে। কিছু সময় যেন তাঁরা পাশাপাশি শুয়ে রইলেন নিরব-নিথর দেহে। প্রিয় সহকর্মীরা চোখের পানি মুছতে মুছতে শেষবারের মতো তাঁদের দেখলেন। তখন কারো কারো হৃদয়ের গভীরে শোনা যাচ্ছিল জাল কর্তনের শব্দ, যন্ত্রণায় বয়ে চলা এক নির্বাক নদী, যেন ভাষাহীন। এটাই অমোঘ নিয়ম অসীম ভালবাসার সকল বন্ধন ছিন্ন করে এভাবেই একসময় সবাই চলে যায়। জনাকীর্ণ অভ্যর্থনা কক্ষে এসময় অনেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

অনেকের কাছেই যেন মনে হল 'সংস্থার অভ্যর্থনা কক্ষে প্রিয় সহকর্মীদের এভাবে যে শেষ অভ্যর্থনা দিতে হবে--তা কি কেউ ভেবেছিলাম!'

প্রয়াণ স্মরণ

এসএসএস-এর তিন কর্মীর মৃত্যুতে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে এক দোয়া ও শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। টাঙ্গাইল শহরে অবস্থিত সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ সকাল ১০টায় এই শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোক সভায় বক্তব্য রাখেন এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া, এসএসএস-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক মো. হাবিবুর রহমান তালুকদার, অধ্যাপক উৎপল কুমার সিংহ রায়, এসএসএস-এর শিক্ষা ও শিশু বিভাগের পরিচালক আবদুল লতীফ মিয়া, প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক সাধন চন্দ্র গুণ, মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের পরিচালক মাহবুবুল হক ভূইয়া, ক্রেডিট বিভাগের পরিচালক সন্তোষ চন্দ্র পাল, হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মো. কামরুল আহসান, সংস্থার শুরুর দিকের কর্মকর্তা আব্দুল মজিদ বাদশা, আবু তাহের, আবুল কালাম আজাদ, শামসুল আরেফীন, জাহাঙ্গীর হোসেন খান, সাখাওয়াত হোসেন, মো. আক্কেল আলী, দিলীপ কুমার দাস, মোজাহারুল হক, প্রয়াত মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মো. জহির, প্রয়াত হুমায়ুন কবিরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বায়েজিত প্রমুখ।

শোক সভা শেষে প্রয়াতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এক দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মো. শাহীনুর ইসলাম।

মো. হুমায়ুন কবির

[৩ জানুয়ারি ১৯৬৫-১৯ জানুয়ারি ২০১৯]

মো. হুমায়ুন কবির পহেলা জুন ১৯৯০ সালে সংস্থায় অফিস সহকারী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর কর্মী পরিচিতি নম্বর ছিল ১৬। মৃত্যুর সময় তিনি সংস্থার সহকারী পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

মো. হুমায়ুন কবির টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার কোনরা গ্রামে ৩ জানুয়ারি ১৯৬৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মো. মতিয়ার রহমান। তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র সন্তান রেখে গেছেন।

হুমায়ুন কবির ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সৌজন্য পরায়ণ। অফিসে সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। পরিবারের পিতামাতার প্রতি বড় দায়িত্ব ও যত্নশীল ছিলেন।

মো. হুমায়ুন কবির শিক্ষা জীবনে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে ছিলেন।

মুজিবুর-হুমায়ুন আমাদের মাঝে আরও আছে, তাদের গড়ে তুলতে হবে...আব্দুল হামিদ ভূইয়া

প্রয়াত মুজিবুর রহমান ও হুমায়ুন কবিরের শোক সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া বলেছেন, মুজিবুর এবং হুমায়ুন আর আমাদের মাঝে নেই--কথাটি ভাবতে পারি না। তাঁদের কর্ম, তাঁদের স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হবে বহুদিন, বহু বছর। তাঁদের ভুলতে পারব না, ভুলতে চাই-ও না। আমি মনে করি মুজিবুর-হুমায়ুন আমাদের মাঝে আরও আছে, তাদের গড়ে তুলতে হবে, শান দিতে হবে আরও তীক্ষ্ণ ও ধারালো করার জন্য।

মুজিবুর এবং হুমায়ুন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, তাঁদের সম্পর্কে আমি যা জানি তা বর্ণনা করলে বইয়ের পর বই হবে, বিশাল ভলিউম তৈরি হবে তবু কথা শেষ হবে না। তাঁরা ছিল আমার সন্তান।

তিনি আরও বলেন, আমরা হতাশ হব না, ওঁদের আবার তৈরি করবো। ওঁরা সংস্থাকে যেভাবে নিজের ভেবে দরদ দিয়ে কাজ করতো সবাইকে সেভাবেই কাজ করতে হবে। প্রয়াত কর্মকর্তাদ্বয়ের জনকল্যাণমূলক কাজগুলোকে স্মরণ করে নির্বাহী পরিচালক বলেন, তাঁরা এমন কিছু কাজ করে গেছেন যা বলা যেতে পারে ছদকায়ে যারিয়া। একাজগুলোর জন্য নিশ্চয় তাঁরা মহান আল্লাহর কাছ থেকে ভাল পুরস্কার পাবেন। গত ত্রিশটি বছর তাঁরা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে সেবা করে গেছেন।

প্রয়াত মুজিবুর রহমান, হুমায়ুন কবির এবং মোখলেছুর রহমানের স্মরণে ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভায় সকল কর্মীর উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, আজকের এই শোককে আমরা শক্তিতে পরিণত করতে চাই, আমরা এসএসএসকে আরও সামনে নিয়ে যেতে চাই। তিনি বলেন, আজ আর আমরা ক্ষুদ্র নই, এখন আমাদের অনেক শক্তি ও সাহস আছে। তাই, এই শক্তি ও সাহসকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

ডায়াবেটিক ও মেডিসিন চিকিৎসা ক্যাম্পে ডাক্তার একজন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন

ডায়াবেটিক ও মেডিসিন ক্যাম্প

এসএসএস-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ইউনিয়নে ডায়াবেটিক ও মেডিসিন-বিষয়ক এক চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

ক্যাম্পটি ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ দাইন্যা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে অনুষ্ঠিত এ-ক্যাম্পে মোট ১৩০ জন রোগীকে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। এদের মধ্যে ২০ জন রোগীকে রেফারেল সুবিধা দেওয়া হয়।

এসএসএস হাসপাতালের প্রশাসক এবং উপপরিচালক ডা. মো. আব্দুল ওয়াদুদ মিয়া রোগীদের ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন এসএসএস হাসপাতালের একজন সেবিকা।

ক্যাম্প আয়োজন ও পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন সহকারী সমন্বয়কারী (স্বাস্থ্য) দিলারা পারভীন। ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সমৃদ্ধি ও নেম প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ।

একটি বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা ক্যাম্পে ডাক্তার রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন

বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ক্যাম্প

এসএসএস-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার কাকাব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ দিনব্যাপী এই ক্যাম্পে ৩০৭ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ২৭ জনকে উচ্চতর চিকিৎসা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত হাসপাতালে রেফার করা হয়।

ক্যাম্পে চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস হাসপাতালের ফিজিওথেরাপিস্ট ডা. রতন চন্দ্র সান্যাল এবং ডা. ফারজানা মেহজাবিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহকারী সমন্বয়কারী (স্বাস্থ্য) দিলারা পারভীন এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, সংস্থা পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি টাঙ্গাইল সদর উজেলার দাইন্যা ইউনিয়নে এবং গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরসাদী ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বিত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্বাস্থ্যসেবা।

এসএসএস-নাগা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের অধীনে ১৪৯ জন ছাত্রছাত্রীকে এসএসএস-নাগা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ১৫ মার্চ ২০১৯ দুপুর আড়াইটায় এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়ের (টাঙ্গাইল) মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও বাংলাভিশনের জেলা প্রতিনিধি অ্যাড. আতাউর রহমান খান আজাদ। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাপানের বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক মি. সাতরু নাগা এবং মিস হিদেকো সুগিসাওয়া।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএসএস-এর পরিচালক আবদুল লতীফ মিয়া।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ বীরেশ চন্দ্র পাল, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক মোবারক হোসেন, শিক্ষা প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. জোবায়ের, এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় ও এসএসএস-সোনার বাংলা চিল্ড্রেন

একজন শিক্ষার্থী বৃত্তির নগদ অর্থ গ্রহণ করছেন

হোমের অধ্যক্ষদ্বয়, ডা. মো. রফিকুল ইসলাম (এসএসএস-নাগা বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্র), বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণ এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ।

আলোচনা শেষে ১৪৯ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে জানুয়ারি-জুন ২০১৯ প্রান্তিকের শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে নগদ তিন হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি বিষয়ক কর্মশালা

এসএসএস-এর সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির অধীনে শিশু-কিশোরদের জন্য শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তিবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাটি পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে ২৩ মার্চ ২০১৯ সকাল ১০টায় সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ১১টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬০ জন শিশু-কিশোর অংশগ্রহণ করে।

কর্মশালায় উচ্চারণ ও আবৃত্তি-বিষয়ক কলাকৌশল উপস্থাপন করেন মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দ সাইফুল্লাহ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের রিপোর্টার আরেফিন মাসুদ বিপুল।

আবৃত্তির সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, উপস্থাপনা শৈলী, আবৃত্তির শিল্প উপকরণ, কণ্ঠ সাধনা, আবৃত্তি নির্মাণ, প্রমিত বাংলা উচ্চারণের কলাকৌশল প্রভৃতি ছিল কর্মশালার আলোচ্য বিষয়।

কর্মশালা শেষে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শেষে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন...

এসএসএস পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে ১২ মার্চ ২০১৯ টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে।

এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো।"

এই উপলক্ষে দাইন্যা ইউনিয়নে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা, সমাজসেবক ও স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দাইন্যা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. লাভলু মিয়া লাবু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবক রেজিয়া পারভীন এবং সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির এস ডি ও মো. সাইফুল ইসলাম।

দেশি মুরগির হ্যাচারি স্থাপনে একলক্ষ টাকা অনুদান

দেশি মুরগির হ্যাচারি স্থাপনের জন্য এসএসএস-এর ফলদা শাখার অধীনে একজন উদ্যোক্তাকে এককালীন একলক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

হ্যাচারির উদ্যোক্তা মোছা. রুবি, স্বামী মো. আব্দুল লতীফ মিয়া। সংস্থার পেস প্রকল্পের অধীনে গত এক বছর যাবৎ তারা দেশি মুরগিপালনের সাথে জড়িত। সম্প্রতি তারা দেশি মুরগির খামার সম্প্রসারণ এবং এলাকায় দেশি মুরগির বাচ্চার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে নিজ বাড়িতে হ্যাচারি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্যোগটি বাস্তবায়িত করতে সেখানে এসএসএস এক লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে। হ্যাচারিটি প্রতি ২১ দিনে ছয় হাজার মুরগির বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম হবে।

অনুদান প্রদান উপলক্ষে ২৮ মার্চ ২০১৯ ভূয়াপুর উপজেলার ফলদা ইউনিয়নের ঘুনাপাড়া গ্রামে উদ্যোক্তা মোছা. রুবির বাড়িতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিরীক্ষা বিভাগের উপপরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে

দেশি মুরগির হ্যাচারি স্থাপনের জন্য অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানের একাংশ

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভূয়াপুর উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. গোলামুর রহমান। অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইল-২ যোনের যোনাল ম্যানেজার মো. মোশারফ হোসেন, এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ইফাদের প্রতিনিধির এসএসএস-এর কার্যক্রম পরিদর্শন

ইফাদ (ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট)-এর একটি প্রতিনিধি দল এসএসএস-এর বিভিন্ন কর্মসূচি পরিদর্শন করে।

এসএসএস-এর বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়ন পর্যালোচনার উদ্দেশে প্রতিনিধি দলটি ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এই পরিদর্শনে আসে।

প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ হলেন মাইকেল হ্যাম্প (জার্মানি), ক্রিস্টা কেটিং (নেদারল্যান্ডস), জেনস ক্রিস্টেন্সেন (ডেনমার্ক), আনুরা হেরাথ (শ্রীলংকা) এবং জেম্‌স গ্যারেট (আমেরিকা)।

প্রতিনিধিগণ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একটি দল টাঙ্গাইলের ভূয়াপুরে দেশি মুরগির হ্যাচারি ও বাণিজ্যিক খামার পরিদর্শন করে। আরেকটি দল টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ইউনিয়নে পেস কর্মসূচির অধীনে সদস্যদের ড্রাগন ফলচাষ ও ট্রাইকোকম্পোস্ট উৎপাদন পরিদর্শন করে।

প্রতিনিধি দলের একাংশ ড্রাগন খামার পরিদর্শন করছে

এ সময় পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ মো. রফিকুল ইসলাম, ডেপুটি ম্যানেজার মজনু সরকার, ইফাদের কনসালট্যান্ট দেওয়ান মো. আলমগীর এবং পিকেএসএফ ও এসএসএস-এর বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা...

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের একাংশ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বিন্যাফৈর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ২১ মার্চ ২০১৯ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির দশটি শিক্ষা কেন্দ্রের দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও এসএসএস-এর প্রবীণ কর্মসূচির প্রবীণরাও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার শেষ-পর্যায়ে নবীন বনাম প্রবীণের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। নবীনরা ২-১ ব্যবধানে প্রবীণদের হারায়।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন দাইন্যা ইউয়নিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. লাভলু মিয়া লাবু।

এসএসএস বুলেটিন

শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ভাষাশহীদদের স্মরণ

এসএসএস-সহ টাঙ্গাইল শহরের সর্বস্তরের মানুষ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় স্মরণ করে ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ভাষাশহীদদের।

একুশের প্রথম প্রহরে রাত ১২টা ১ মিনিটে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মো. শহীদুল ইসলাম। এরপর টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার মো. মাহবুব আলম (পিপিএম), টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাড. জাফর আহমেদসহ সর্বস্তরের লোকজন পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকেও শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিরা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। রাত ১২টা ১০ মিনিটে এসএসএস-এর পক্ষ হতে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ রাত সাড়ে ১১টায় এসএসএস-এর ব্যানারে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, ভিক্টোরিয়া রোড ও নিরালা মোড় প্রদক্ষিণ করে টাঙ্গাইলের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে উপস্থিত হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০১৯ সকাল সাড়ে আটটায় টাঙ্গাইল পৌর উদ্যান স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এসএসএস-এর শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালক আব্দুল লতীফ মিয়া ও এসএসএস-এর অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

এর আগে দিনটিকে উদ্‌যাপনের জন্য সকাল সাড়ে সাতটায় এসএসএস-এর কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ প্রধান কার্যালয়ে (টাঙ্গাইল) উপস্থিত হন। সকাল আটটায় ইসিডিপির পরিচালকের নেতৃত্বে এসএসএস-এর ব্যানারে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি ময়মনসিংহ রোড, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড ও ভিক্টোরিয়া রোড হয়ে পৌর উদ্যানে পৌঁছে। এসময় র‍্যালিতে এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এসএসএস ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, টাঙ্গাইল পৌরসভা, টাঙ্গাইল ক্লাব, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ। এসএসএস-এর অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনসমূহও দিনটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করার জন্য দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ইউনিয়ন যুব সম্মেলন...

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হচ্ছে

সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় দুটি ইউনিয়ন যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমটি ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ গাজীপুর জেলার সমৃদ্ধি কর্মসূচির বাহাদুরসাদী অফিস মিলনায়তনে এবং দ্বিতীয়টি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ টাঙ্গাইলের দাইন্যা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দাইন্যা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. লাভলু মিয়া লাবু সম্মেলন উদ্বোধন করে বলেন এসএসএস-এর সহযোগিতায় এবং পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে ইউনিয়নের যুবকদের নিয়ে আজকের এই আয়োজন যুব সমাজের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

বাহাদুরসাদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহাবুদ্দিন আহমেদ তাঁর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, বাহাদুরসাদী ইউনিয়নের যুবকদের নিয়ে এসএসএস যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা যুবকদের বিপথগামী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে। এজাতীয় কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে তিনি পিকেএসএফ ও এসএসএস-এর প্রতি অনুরোধ জানান।

প্রতিটি ইউনিয়ন যুব সম্মেলনে নয়টি ওয়ার্ড থেকে নয়জন প্রতিযোগী বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল মুক্তিযুদ্ধ, আর্থসামাজিক বৈষম্য, সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ, যুবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, যুব সমাজের ভাবনা, সামাজিক সমস্যা, বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, ইভটিজিং ও মাদকাসক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, লিঙ্গ সমতা ইত্যাদি।

বাহাদুরসাদী ও দাইন্যা ইউনিয়ন যুব সম্মেলনে সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো. জাহাঙ্গীর হোসেন খানসহ বাহাদুরসাদী ও দাইন্যা ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।